তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৪৯

**তথ্য অধিদফতরের ওয়েবসাইটে ‘মুজিব শতবর্ষ’ নামক সেবাবক্স সংযোজন**

ঢাকা, ৭ মাঘ (২১ জানুয়ারি) :

 জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে তথ্য অধিদফতরের ওয়েবসাইট এ ‘মুজিব শতবর্ষ’ নামে একটি সেবাবক্স সংযোজন করা হয়েছে।

 এই সেবাবক্সে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দুর্লভ আলোকচিত্র, মুজিব শতবর্ষ
উদ্‌যাপন বিষয়ক তথ্যবিবরণী, আলোকচিত্র ও ফিচার সংরক্ষিত রয়েছে।

 সেবাগ্রহীতারা সহজেই তথ্য অধিদফতরের ওয়েবসাইট [http://www.pressinform.gov.bd](http://www.pressinform.gov.bd/) এর মুজিব শতবর্ষ নামের সেবাবক্স হতে উল্লিখিত সেবা গ্রহণ করতে পারবেন।

#

অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/জসীম*/আসমা/২০২০/১৩০০ ঘণ্টা*

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৫৪

**মুজিববর্ষ উপলক্ষে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ভাষায় বঙ্গবন্ধুর ভাষণ অনুবাদ করা হবে**

 **- পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী**

ঢাকা, ৭ মাঘ (২১ জানুয়ারি) :

 পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং বলেছেন, বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী ‘মুজিববর্ষ’ উপলক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরা ভাষায় বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ অনুবাদ করা হবে। ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ভাষায় অনুবাদের পাশাপাশি বাংলা ও ইংরেজিতেও বঙ্গব্ন্ধুর ভাষণ থাকবে।

 বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী ‘মুজিববর্ষ’ উপলক্ষে মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন সংস্থাসমূহের প্রস্তুতি সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতাকালে মন্ত্রী আজ এ কথা বলেন।

 তিনি বলেন, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক বিকাশ, সংরক্ষণ ও গবেষণার জন্য রাজধানীর বেইলি রোডে ১৯৪ কোটি টাকা ব্যয়ে ‘শেখ হাসিনা পার্বত্য চট্টগ্রাম কমপ্লেক্স’ নির্মিত হয়েছে। পার্বত্যবাসীর উন্নয়নে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে বলে মন্ত্রী জানান।

 মুজিববর্ষ উপলক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় বছরব্যাপী নানাবিধ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে - তিন পার্বত্য জেলায় ৫ লক্ষ গাছের চারা রোপণ, বঙ্গবন্ধু পার্বত্য মেলা আয়োজন,  হিমালয় প্রদেশের একটি রেঞ্জে নামকরণবিহীন স্থানে পর্বতারোহন এবং বঙ্গবন্ধুর নামে এর নামকরণ। এছাড়া রাঙ্গামাটির বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্রে ৭১ ফুট উঁচু বঙ্গবন্ধু ম্যূরাল উদ্বোধন, বঙ্গবন্ধুর পার্বত্য চট্টগ্রাম সফরকে স্মরণীয় করে রাখার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর ছবি ও সেই সময় উপস্থিত ব্যক্তিদের বক্তব্য সম্বলিত স্মরণিকা প্রকাশ, ‘Tour-De CHT Mountain Biking’ এবং স্মার্ট ভিলেজ তৈরি করাসহ বিভিন্ন কর্মসূচি মন্ত্রণালয় বাস্তবায়ন করবে বলে সভায় জানানো হয়।

 পাশাপাশি জাতীয় কর্মসূচির আলোকে সমম্বয় রেখে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ, তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও খাগডাছড়িতে বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মের ওপর সেমিনার আয়োজন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, বঙ্গবন্ধুর নামে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করবে।

 মন্ত্রণালয়ের সচিব মো: মেসবাহুল ইসলামের সভাপতিত্বে সভায় বক্ততা করেন, অতিরিক্ত সচিব সুদত্ত চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড এর ভাইস চেয়ারম্যান মো: মাহিনুল ইসলাম, তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তাবৃন্দ।

#

নাছির/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/আসমা/২০২০/১৫৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২২৬

**মুজিব শতবর্ষ লোগো নির্দেশিকা প্রকাশিত**

ঢাকা, ৫ মাঘ (১৯ জানুয়ারি) :

 মুজিববর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে মুজিব শতবর্ষ লোগো নির্দেশিকা প্রকাশিত হয়েছে। সরকারি, বেসরকারি ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান মুজিববর্ষ সম্পর্কিত যে সকল ডিজাইন ও স্মারক তৈরি করবে তার মানের সমতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নির্বাচিত ও অনুমোদিত ‘মুজিব শতবর্ষ’ লোগো ব্যবহারের জন্য এই নিদের্শিকা প্রকাশ করা হয়েছে। ‘মুজিব শতবর্ষ’ লোগো ব্যবহার নিদের্শিকা’ নামে প্রকাশিত এই নির্দেশিকার কপি সকল মন্ত্রণালয় ও বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া মুজিববর্ষের ওয়েবসাইট (<http://mujib100.gov.bd>) থেকেও এ নিদের্শিকা ডাউনলোড করে ব্যবহার করা যাবে।

 লোগো ব্যবহার নিদের্শিকায় উল্লিখিত দশটি মূল নির্দেশনা হলো: (১) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত রঙ, বর্ণবিণ্যাস এবং আকৃতি ব্যতীত অন্য কোনো প্রকারে এই লোগো ব্যবহার করা যাবে না; (২) সকল সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত, সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান, সরকারি মালিকানাধীন কোম্পানি, সরকারি ও বেসরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মিডিয়া ও বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস কর্তৃক সকল ইমেইল, সরকারি পত্র, স্মারকপত্র, আধা-সরকারি পত্রে স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠানের লোগোর সঙ্গে যথাযথভাবে মুজিববর্ষের লোগোটি ব্যবহার করা যাবে; (৩) সরকারি মালিকানাধীন সকল বাস, ট্রেন, দাপ্তরিক গাড়ি, নৌযান, অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক রুটে চলমান বাংলাদেশ বিমান, সামরিক এয়ারক্রাফট এবং ক্রুজে উপযুক্ত স্থানে; বিভিন্ন অনুষ্ঠানের পোস্টার, ব্যানার, ফেস্টুনে এবং সাজসজ্জায় মুজিববর্ষ লোগোর নির্দেশিকা অনুসরণ করে নির্ধারিত ও আনুপাতিক হারে নান্দনিকভাবে লোগোটি ব্যবহার করা যাবে; (৪) জাতীয় দিবসসহ বিভিন্ন উপলক্ষে সরকারি-বেসরকারি প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে শুভেচ্ছা কার্ড এবং আমন্ত্রণপত্রে উক্ত লোগো ব্যবহার করা যাবে; (৫) জাতীয় পাঠ্যপুস্তক এবং সকল সরকারি তথ্য বাতায়নে এই লোগো ব্যবহার করা যাবে; (৬) সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যালেন্ডার, নোটপ্যাড, স্টেশনারি, বিজ্ঞাপন ইত্যাদি সকল প্রচার সামগ্রীতে এই লোগো ব্যবহার করা যাবে; (৭) কোনো ব্যক্তিগত বা বেসরকারি ব্যবসায়িক বা বাণিজ্যিক প্রোডাক্ট, সেবার উদ্দেশ্যে এই লোগোর ব্যবহার করা যাবে না; (৮) সিগারেট, এলকোহল, আগ্নেয়াস্ত্র কিংবা অনুরূপ দ্রব্যাদিতে এই লোগো ব্যবহার করা যাবে না; (৯) বিভিন্ন ক্রীড়া, সাহিত্য, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সংস্থার অনুষ্ঠানের আয়োজনে, প্রকাশনার ক্ষেত্রে লোগো ব্যবহার করা যাবে; (১০) জাতীয় পর্যায়ে সুষ্ঠুভাবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে নির্বাচিত লোগোটি ২৬ মার্চ ২০২১ পর্যন্ত ব্যবহার করা যাবে।

 এছাড়া উক্ত নির্দেশিকায় উল্লিখিত লোগোর ধরন, লোগোর পটভূমির রঙ, লোগোর চতুর্দিকের ফাঁকা জায়গা, গাঢ় পটভূমিতে লোগোর ব্যবহার, লোগোর মুদ্রণে রঙের নির্দেশনা, লোগোর ব্যবহারিক অবস্থান এবং লোগো ব্র্যান্ডিং এর উদাহরণ যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।

#

নাসরীন/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/জসীম/আসমা/২০২০/১৫০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২১৬

হারিয়ে যাওয়া ইতিহাস ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনতে কাজ করছে সরকার

 --নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী

ঠাকুরগাঁও, ৪ মাঘ (১৮ জানুয়ারি):

 নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহ্‌মুদ চৌধুরী বলেছেন, খেলাধুলা, সংস্কৃতি-সহ যে সমস্ত পুরাতন ইতিহাস ঐতিহ্য হারিয়ে গিয়েছিল তা ফিরিয়ে আনতে কাজ করছে সরকার। আগে সন্ত্রাস-জঙ্গিবাদের মধ্য দিয়ে ভিন্ন ধারায় দেশ পরিচালিত হয়ে আসছিল। এখন মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে।

 প্রতিমন্ত্রী গতকাল ঠাকুরগাঁওয়ের পীরগঞ্জ পাবলিক ক্লাব মাঠে “মুজিববর্ষের অঙ্গীকার মাদক মুক্ত বাংলাদেশ গড়ার” প্রত্যয়ে আয়োজিত বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। তিনি মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশ গড়ার কাজে সকলকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানান।

 সাবেক এমপি ইমদাদুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান মু. সাদেক কুরাইশী, পুলিশ সুপার মনিরুজ্জামান, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক নুর কুতুবুল আলম, জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক দীপক কুমার রায়, বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ টুর্নামেন্টের আহ্বায়ক ও পৌর মেয়র কশিরুল আলম।

 উদ্বোধনী খেলায় রাজশাহী কিশোর ফুটবল একাডেমি গাইবান্ধা ফুটবল একাডেমিকে ১-০ গোলে পরাজিত করে।

#

জাহাঙ্গীর/রাহাত/শফিক/২০২০/১২০৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২১৪

**অর্থনৈতিক কূটনীতির ওপর সরকার গুরুত্ব দিচ্ছে**

                               -- **পররাষ্ট্রমন্ত্রী**

ঢাকা, ৩ মাঘ (১৭ জানুয়ারি) :

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ. কে. আব্দুল মোমেন বলেছেন, বাংলাদেশের বিনিয়োগ, রপ্তানি বৃদ্ধি ও রপ্তানি বহুমুখীকরণ এবং বাংলাদেশের জনবলের বিদেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টির বিষয়ে অর্থনৈতিক কূটনীতি ও পাবলিক ডিপ্লোমেসি’র বিষয়ে সরকার খুবই গুরুত্ব দিচ্ছে। আগামী দু’বছর- বঙ্গবন্ধুর জন্ম শতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উৎসবে বাংলাদেশের অভাবনীয় সাফল্য এদেশের ৭৭টি মিশনের মাধ্যমে সারা বিশ্বে তুলে ধরা হবে। দারিদ্র্যক্লিষ্ট অর্থনীতির দেশ হিসেবে বাংলাদেশের ব্রান্ডিং সরকার পরিবর্তন করতে চায়।

মন্ত্রী আজ ঢাকায় বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ডিজিটাল বাংলাদেশ মেলা- ২০২০ উপলক্ষে আয়োজিত ‘উদ্ভাবক ও উদ্যোক্তা : ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের চালিকা শক্তি’ শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের ১ কোটি ২২ লাখ লোক বিদেশে কাজ করে যাদের অধিকাংশ অদক্ষ। বিদেশে দক্ষ জনবল পাঠাতে পারলে রেমিটেন্স অনেক বেড়ে যাবে। তিনি বলেন, সেবার মান বৃদ্ধিতে দূতাবাস অ্যাপ চালু করা হয়েছে। এতে ৩৪ ধরনের সেবা খুব সহজে পাওয়া যাচ্ছে।

অনুষ্ঠানে ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার উপস্থিত ছিলেন।

#

তৌহিদুল/মাহমুদ/মোশারফ/সেলিম/২০২০/১৯০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৯২

**বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে চট্টগ্রাম থেকে বিশেষ উৎসব শুরু হবে**

 --- সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী

চট্টগ্রাম, ১ মাঘ (১৫ জানুয়ারি) :

 সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ বলেছেন, বীরকন্যা প্রীতিলতা-সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের জন্মস্থান এ চট্টগ্রাম। তাই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে দেশব্যাপী একটি উৎসবের সূচনা এ বীর প্রসবিনী চট্টগ্রাম থেকে করা হবে। আগামী মার্চ-এপ্রিল মাসে মুজিববর্ষ উপলক্ষে দেশব্যাপী একটি বিশেষ সাংস্কৃতিক উৎসবের আয়োজন করা হবে যেখানে সংগীত, নৃত্য, নাটক, চারুকলা, আবৃত্তি, যাত্রাপালা-সহ সংস্কৃতির সকল শাখার পরিবেশনা থাকবে। প্রতিটি জেলার সংস্কৃতির বিশেষ উপাদানকে অগ্রাধিকার দিয়ে এ উৎসবকে সাজানো হবে।

 প্রতিমন্ত্রী আজ চট্টগ্রাম জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে বাচিক শিল্পচর্চা কেন্দ্র ‘তারুণ্যের উচ্ছ্বাস’ এর যুগপূর্তিতে বছরব্যাপী উৎসবের সমাপনী আয়োজনে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

 প্রতিমন্ত্রী তাঁর মেয়াদে চট্টগ্রাম জেলা শিল্পকলা একাডেমির নতুন আধুনিক মিলনায়তনের কাজ সমাপ্ত হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করেন।

 ‘তারুণ্যের উচ্ছ্বাস’ এর সভাপতি ভাগ্যধন বড়ুয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মফিজুর রহমান, চট্টগ্রামের সাতকানিয়া পৌরসভার মেয়র মোহাম্মদ জোবায়ের এবং চট্টগ্রাম জেলা শিল্পকলা একাডেমির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল আলম বাবু। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন ‘তারুণ্যের উচ্ছ্বাস’ সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মোঃ মুজাহিদুল ইসলাম।

 প্রতিমন্ত্রী এর আগে চট্টগ্রাম থিয়েটার ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে স্বদেশ আবৃত্তি সংগঠনের অর্ধযুগে পদার্পণ উপলক্ষে ‘মুজিব মানে মুক্তি’ শীর্ষক আবৃত্তি, কথামালা, স্বর্ণপদক প্রদান ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন।

#

ফয়সল/মাহমুদ/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/২০০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৮৫

**মুজিববর্ষের কর্মসূচিতে শিশু-কিশোরদের সম্পৃক্ত করতে হবে**

* **সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী**

চট্টগ্রাম, ১ মাঘ (১৫ জানুয়ারি) :

 সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ বলেছেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী মুজিববর্ষ পালন উপলক্ষে সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও কর্মসূচিতে শিশু-কিশোরদের সম্পৃক্ত করতে হবে যাতে তারা বঙ্গবন্ধুর দর্শন, চেতনা ও আদর্শ সম্পর্কে জানতে পারে, নিজেদের জীবনে কাজে লাগাতে পারে। এ ব্যাপারে অভিভাবক ও শিক্ষকদের মুখ্য ভূমিকা পালন করতে হবে।

 প্রতিমন্ত্রী আজ চট্টগ্রামের বন্দর কর্তৃপক্ষ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় মিলনায়তনে সাংস্কৃতিক সংগঠন চট্টল ইয়ুথ কয়ার আয়োজিত মুজিব বর্ষবরণ ও বছরব্যাপী সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

 কে এম খালিদ বলেন, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও খেলাধুলা ছাড়া শিক্ষা পূর্ণতা পায় না। প্রকৃত শিক্ষা অর্জনে উপরিউক্ত তিনটি বিষয়ের সমন্বয় ঘটাতে হবে। শিশুদের মধ্যে জানার আগ্রহ ও কৌতূহল বাড়াতে হবে, তাঁদের স্পৃহা জাগ্রত রাখতে হবে।

 চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও চট্টুল ইয়ুথ কয়ারের সভাপতি মফিজুর রহমান অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।

 পরে প্রতিমন্ত্রী চট্টগ্রামের পাহাড়তলীতে অবস্থিত ‘বীরকন্যা প্রীতিলতা ও ওয়াদ্দেদার’ এর ভাস্কর্য পরিদর্শন করেন।

#

ফয়সল/ফারহানা/রফিকুল/জয়নুল/২০২০/১৮১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৬৬

**মুজিববর্ষ থেকে শুরু হচ্ছে প্রাথমিক স্তরে স্কুল মিল**

রৌমারী (কুড়িগ্রাম), ৩০ পৌষ (১৪ জানুয়ারি ) :

 সরকার মুজিববর্ষ থেকে প্রাথমিক স্তরের বিদ্যালয়গুলোতে মিল চালু করতে যাচ্ছে বলে জানিয়েছেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাকির হোসেন। তিনি বলেন, সারাদেশের প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের মাঝে দুপুরে রান্না করা খাবার পরিবেশন করা হবে। ইতোমধ্যে জাতীয় মিড-ডে-মিল নীতিমালা ২০১৯ অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। ফলে শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া রোধ, বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হার বৃদ্ধি, শ্রেণি কক্ষে ধরে রাখা এবং পুষ্টিমান বৃদ্ধি পাবে।

 প্রতিমন্ত্রী আজ কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী উপজেলায় মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে মুজিববর্ষ উপলক্ষে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে একদিন অন্তর রান্না করা খাবার ও উচ্চ পুষ্টিমানসমৃদ্ধ বিস্কুট সরবরাহ স্কুল মিল কার্যক্রম উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এ কথা বলেন ।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকারের সময় শিক্ষার্থীদের মাঝে উপবৃত্তি প্রদান, বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ, উচ্চ পুষ্টিমানসমৃদ্ধ বিস্কুট সরবরাহসহ বিভিন্ন শিক্ষাবান্ধব কর্মসূচি গ্রহণ করার ফলে ঝরে পড়ার হার ১৮ ভাগের নিচে নেমে এসেছে। বিএনপি-জামাত জোট সরকারের সময় শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়ার হার ছিল ৫০ ভাগেরও বেশি। তিনি আরো বলেন, বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী প্রায় শতভাগ কোমলমতি শিক্ষার্থীদের ভর্তি নিশ্চিত করা হয়েছে। মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য শিক্ষক-কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের সুযোগ দেওয়াসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

 কুড়িগ্রাম জেলা প্রশাসক সুলতানা পারভীনের সভাপতিত্বে মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ আকরাম-আল-হোসেন, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক সোহেল আহমেদ এবং ডব্লিউএফপি'র আঞ্চলিক প্রতিনিধি বিথিকা বিশ্বাস অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন।

 পরে শিক্ষার্থীদের মাঝে খিচুড়ি বিতরণের মধ্য দিয়ে প্রতিমন্ত্রী রাজিবপুর ও রৌমারী উপজেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্কুল মিল কার্যক্রম উদ্বোধন করেন।

 #

রবীন্দ্র/পরীক্ষিৎ/জুলফিকার/শামীম/২০২০/১৬৪৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৫৫

**মুজিববর্ষ উপলক্ষে এক কোটি গাছের চারা বিতরণ করা হবে
 - পরিবেশ ও বনমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৯ পৌষ (১৩ জানুয়ারি):

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন বলেছেন, পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণসহ আমাদের অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থে অধিক পরিমাণ বৃক্ষ রোপণ করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে 'মুজিববর্ষ' উদ্‌যাপনের অংশ হিসেবে আগামী ৫ জুন সারাদেশে ৪শ’ ৯২টি উপজেলায় একযোগে ১ কোটি গাছের চারা বিতরণ করা হবে। ফলদ, বনজ ও ঔষধিসহ সকল প্রকার গাছের চারা বিতরণ করা হলেও দেশীয় ফলজ গাছকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। মন্ত্রী এ সময় সুন্দরবন রক্ষাসহ দেশের বনাঞ্চল বৃদ্ধিতে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা দেন।

 আজ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে সাবেক আব্দুল্লাহ আল মোহসীন চৌধুরী’র বিদায় এবং নতুন সচিব জিয়াউল হাসান এনডিসি’র বরণ অনুষ্ঠানে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

 মন্ত্রী বলেন, দেশের মানুষকে বিশুদ্ধ পরিবেশ উপহার দিতে সচেতনতা সৃষ্টির পাশাপাশি কঠোরভাবে আইন প্রয়োগ করা হবে। এর অংশ হিসেবে গত একমাসে সারাদেশে সাড়ে তিনশ ইটভাটা ধ্বংস করা হয়েছে। হাইকোর্টের নির্দেশনা মোতাবেক এক বছরের মধ্যে পলিথিন ও একবার ব্যবহার্য প্লাস্টিকের ব্যবহার শুন্যের কোটায় নামিয়ে আনতে কাজ করছে সরকার।

 অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রী হাবিবুন নাহার, বনশিল্প কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আহসানুল জব্বার, প্রধান বন সংরক্ষক শফিউল আলম চৌধুরী এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. এ কে এম রফিক আহাম্মদ।

#

দীপংকর/পরীক্ষিৎ/জুলফিকার/আসমা/২০২০/১৬০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৩২

**কলকাতায় বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশনে Ôসোনার বাংলা আর্ট-ক্যাম্প ২০২০’ শুরু হলো**

কলকাতা (ভারত), ২৭ পৌষ (১১ জানুয়ারি) :

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলাকে উপজীব্য করে কলকাতাস্থ বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশন প্রাঙ্গণে আজ দু’দিনব্যাপী Ôসোনার বাংলা আর্ট ক্যাম্প ২০২০’ শুরু হলো।

এ আর্ট ক্যাম্পে চিত্রকর্ম নিয়ে একটি প্রদর্শনী বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশনের Ôবাংলাদেশ গ্যালারিতে ১৩-১৭ জানুয়ারি-২০২০’ প্রতিদিন বিকেল সাড়ে ৩টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত দর্শকদের জন্য খোলা থাকবে। এ চিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন হবে আগামী ১২ জানুয়ারি ২০২০ রবিবার বিকেল ৫টায়। উপ-হাইকমিশনার তৌফিক হাসানের শুভেচ্ছা বক্তব্যের পর বরেণ্য চিত্রশিল্পী শাহাবুদ্দিন আহমেদ বলেন, বাঙালি জাতির গর্ব বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীতে তাঁর স্বপ্নের সোনার বাংলাকে ভিত্তি করে আয়োজিত Ôসোনার বাংলা আর্ট ক্যাম্প -২০২০’ এর গুরুত্ব অত্যধিক এবং আজকে ভারত-বাংলাদেশের শিল্পীদের রং তুলিতে যা ঘটবে এক সময় তা ইতিহাস হয়ে থাকবে।

Ôসোনার বাংলা আর্ট ক্যাম্প-২০২০’ এ বাংলাদেশ ও ভারতের প্রথিতযশা যে চিত্র শিল্পীবৃন্দ ছবি আঁকলেন তাঁরা হলেন- বাংলাদেশের শাহাবুদ্দিন আহমেদ, জামাল আহমেদ, রোকেয়া সুলতানা, আহমেদ শামসুদ্দোহা, শেখ আফজাল হোসেন, সৈয়দ হাসান মাহমুদ, আতিয়া ইসলাম, কনক চাপা চাকমা, আনিসুজ্জামান, শাহজাহান আহমেদ বিকাশ ও দুলালা চন্দ্র গাইন এবং ভারতের গণেশ হালুই, বাদল পাল, ইশা মোহাম্মদ, শ্যামশ্রী বসু, শুভাপ্রসন্ন, ওয়াসিম কাপুর, সোহিনী ধর, মনোজ দত্ত, আদিত্য বসাক, সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়, চন্দ্র ভট্টাচার্য, ছত্রপতি দত্ত ও অতিন বসাক।

#

মোফাকখারুল/নাইচ/মোশারফ/সেলিম/২০২০/২২৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৩১

**জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী**

**উপলক্ষে হাতিরঝিলে বর্ণিল অনুষ্ঠান সম্পন্ন**

ঢাকা, ২৭ পৌষ (১১ জানুয়ারি) :

  অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল বলেছেন, সরকারের একটাই লক্ষ্য বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়া। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়ন হলেই দেশ উন্নত হবে। বঙ্গবন্ধু আমাদের একটা স্বাধীন দেশ দিয়েছেন, আমাদের নিজস্ব পরিচয় দিয়েছেন। দেশের সকল উন্নয়ন পরিকল্পনার সূচনা বঙ্গবন্ধুর হাত ধরেই। তার হাত ধরেই সংবিধান পেয়েছি।

আজ ঢাকায় হাতিরঝিলের এমফিথিয়েটারে অনুষ্ঠিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে  আয়োজিত অনুষ্ঠানে অর্থমন্ত্রী এসব কথা বলেন। এই  আনন্দ উৎসবের আয়োজন করে  অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি)। অনুষ্ঠান থেকে একযোগে বাংলাদেশের সকল উপজেলায় এবং কেন্দ্রীয়ভাবে উৎসব পালন ও বর্ণিল আতশবাজি করা হয়। বঙ্গবন্ধুর ইতিহাস ও বর্তমান সরকারের  উন্নয়ন চিত্র তুলে ধরা হয় অনুষ্ঠানে।

অর্থমন্ত্রী আরো বলেন, আমাদের জীবনে বেদনার দিন একটাই বঙ্গবন্ধুকে হারাতে হয়েছে । বঙ্গবন্ধুর রেখে যাওয়া কাজ সম্পন্ন করতে হবে।  জাতির পিতার স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে হবে। বঙ্গবন্ধুকে আমাদের মধ্যে আজীবন বাঁচিয়ে রাখতে তরুণদের এগিয়ে আসতে হবে।

#

গাজী তৌহিদুল/নাইচ/সঞ্জীব/রশীদ/২০২০/১৯৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১২৫

**মুজিববর্ষের ক্ষণ গণনার উদ্বোধন**

**বছরব্যাপী মুজিব জন্মশতবার্ষিকীর অনুষ্ঠান আয়োজনের ঘোষণা রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমার**

নিউইয়র্ক, ১১ জানুয়ারি :

 সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীতে জাতিসংঘকে সম্পৃক্ত করে বছরব্যাপী নানা অনুষ্ঠান আয়োজন করা হবে মর্মে ঘোষণা দিলেন জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা।

 গতকাল জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনের বঙ্গবন্ধু মিলনায়তনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উদ্যাপন এবং মুজিববর্ষের ক্ষণ গণনার উদ্বোধন উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে একথা বলেন রাষ্ট্রদূত।

 অনুষ্ঠানের শুরুতে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর বাণী পাঠ করা হয়। এরপর জাতির পিতার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ও জন্মশতবার্ষিকীর ক্ষণ গণনা সংক্রান্ত একটি ভিডিও প্রদর্শন করা হয়। স্থায়ী প্রতিনিধির বক্তব্য শেষে রাজধানী ঢাকায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ক্ষণ গণনা অনুসরণ করে নিউইয়র্কস্থ স্থায়ী মিশনেও জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকীর ক্ষণ গণনার উদ্বোধন করা হয়।

 স্থায়ী প্রতিনিধি তাঁর বক্তব্যে বলেন, ‘১৯৭২ সালে জাতির পিতার স্বাধীন বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তনের এই দিনটি নিছক ফিরে আসা ছিল না, সেটি ছিল স্বাধীনতার পূর্ণতা প্রাপ্তি’। জাতির পিতার স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের এই শুভদিনে তাঁর জন্মশতবার্ষিকীর ক্ষণ গণনাকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ অভিহিত করে তিনি বলেন, ‘জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী বা মুজিববর্ষ শুধু আনুষ্ঠানিকতাই নয়, এটি একটি দর্শন। এই দর্শন আমরা চর্চা করবো, আমার চিন্তায় ও মননে প্রোথিত রাখবো; এই দর্শন ধারণ করে আমরা দেশ ও জাতির উন্নয়নে কাজ করবো’।

 স্থায়ী প্রতিনিধির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ আলোচনা সভায় মিশনের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ এবং জাতিসংঘের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

#

স্থায়ী মিশন, নিউইয়র্ক/নাইচ/মোশারফ/সেলিম/২০২০/১৯২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১২২

**মুজিববর্ষে বিশেষভাবে সক্ষমদের জন্য আধুনিক জব পোর্টাল চালু করা হবে**

 **-- আইসিটি প্রতিমন্ত্রী পলক**

ঢাকা, ২৭ পৌষ (১১ জানুয়ারি) :

  তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্‌মেদ পলক বলেছেন, বিশেষভাবে সক্ষমদের জন্য আইসিটি বিভাগ হতে মুজিব বর্ষে একটি আধুনিক জব পোর্টাল  চালু করা হবে। এর মাধ্যমে বিশেষভাবে সক্ষম তার যোগ্যতা অনুযায়ী চাকরির আবেদন করতে পারবেন। অন্যদিকে বিভিন্ন চাকরিদাতা প্রতিষ্ঠান ভিডিও কলের মাধ্যমে দেশের বা বিদেশের যে কোনো স্থান থেকে ইন্টারভিউ গ্রহণ করতে পারবে। এছাড়াও বিশেষভাবে সক্ষমদের সাথে চাকরিদাতা প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযোগ সৃষ্টি হবে ।

প্রতিমন্ত্রী আজ ঢাকায় আগারগাঁওস্থ এনজিও বিষয়ক ব্যুরো মিলনায়তনে ‘প্রতিবন্ধীদের চাকুরি মেলা ২০২০’ এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন উপলক্ষে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

প্রতিমর্ন্ত্রী বলেন, সরকার বিশেষভাবে সক্ষমদের মর্যাদা ও অধিকার নিশ্চিত করতে ‘প্রতিবন্ধী সুরক্ষা আইন’ প্রণয়ন-সহ বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে।

  প্রযুক্তির মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন বৈষম্য দূর করা সম্ভব উল্লেখ করে প্রতিমন্ত্রী বলেন, দেশের ২৮টি হাইটেক পার্কে ‘ডিজিটাল সার্ভিস এন্ড ট্রেনিং সেন্টার’ প্রতিষ্ঠা করা হবে। এতে বিশেষভাবে সক্ষমগণ প্রশিক্ষণের জন্য অগ্রাধিকার পাবেন ।

বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের নির্বাহী পরিচালক পার্থপ্রতিম দেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তৃতা করেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের  সিনিয়র সচিব এন এম জিয়াউল আলম, এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর মহাপরিচালক কে এম আব্দুস সালাম এবং দেশীয় এনজিও সিএস আইডি এর নির্বাহী পরিচালক খন্দকার জহিরুল আলম ও প্রকল্প পরিচালক এনামুল কবির ।

#

শহিদুল/নাইচ/সঞ্জীব/সেলিম/২০২০/১৭৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১২০

**মুজিববর্ষ উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রীর শুভেচ্ছা বাণী সংবলিত পোস্টকার্ড পাঠাবে ডাক বিভাগ**

ঢাকা, ২৬ পৌষ (১০ জানুয়ারি) :

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার বলেছেন, মুজিববর্ষ উপলক্ষে দেশজুড়ে বিস্তৃত ৯হাজার ৮শত ৮৬টি ডাকঘরের মাধ্যমে চার কোটি পরিবারকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতের লেখা শুভেচ্ছা বাণী সংবলিত পোস্টকার্ড পাঠাবে বাংলাদেশ ডাক বিভাগ। এছাড়া ডাক বিভাগে ব্যবহৃত বাণিজ্যিক স্ট্যাম্পগুলো বঙ্গবন্ধুর ছবিযুক্ত হবে। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুর সমগ্র জীবনের কালানুক্রম অনুসরণ করে ১০০টি ছবিকে আর্টওয়ার্কে রূপান্তরের মাধ্যমে প্রকাশ করা হবে। এই উপলক্ষে গোল্ড ফয়েল যুক্ত পোস্টকার্ডও প্রকাশ করা হবে।

মন্ত্রী আজ ঢাকায় জিপিওতে মুজিবশতবার্ষিকীর ক্ষণ গণনায় ডাক বিভাগের ব্যবস্থাপনায় দু’টি ডিজিটাল ডিসপ্লে উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা জানান। মন্ত্রী এর আগে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীর ক্ষণ গণনার জাতীয় কর্মসূচির উদ্বোধনের পরবর্তী সময়ে টঙ্গিতে টেলিফোন শিল্পসংস্থা কার্যালয়, গুলশানে টেলিটক সদর দপ্তর এবং ঢাকার পরিবাগে বিটিসিএল সদর দপ্তরে পৃথক পৃথকভাবে ক্ষণগণনার ডিজিটাল ডিসপ্লে উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট সংস্থার কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন।

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধুর ডাকে যুদ্ধে গিয়েছি, দেশ স্বাধীন করেছি। কিন্তু যার অঙ্গুলি হেলনে স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে সেই বিজয়ের দিনও তিনি পাকিস্তানের কারাগারে মৃত্যুর মুখোমুখী দাঁড়িয়ে। ৭২ সালের ১০ জানুয়ারি তিনি দেশে ফিরলেন কিন্তু পরিবারের কাছে না গিয়ে তিনি আসলেন রেসকোর্স ময়দানে জনতার কাছে। স্বাধীনতার সাড়ে তিন বছরের মাথায় তাকে সপরিবারে হত্যার মধ্য দিয়ে দেশকে পাকিস্তানের ভাবধারায় ফিরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করা হয়। বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা না হলে আরো বিশ বছর আগে বাংলাদেশ সোনার বাংলায় পরিণত হতো। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠা আজ তাঁরই সুযোগ্য উত্তরসূরী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদৃষ্টিসম্পন্ন প্রজ্ঞাবান নেতৃত্বের ফলে বাস্তবায়নের দ্বারপ্রান্তে। ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ ও এর অধীন দপ্তর ও সংস্থাসমূহের কর্মকর্তা -কর্মচারীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, যার যার অবস্থান থেকে আমরা যদি সঠিকভাবে সততা ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করি তবে ডাক বিভাগ, টেলিটক, টেশিস, বিটিসিএল, বাংলাদেশ সাবমেরিন কেবল লিমিটেড-সহ ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের অধীন প্রতিটি সংস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত হবে।

অনুষ্ঠানে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সচিব নূর- উর- রহমান এবং ডাক অধিদপ্তরের মহাপরিচালক সুধাংশু শেখর ভদ্র বক্তৃতা করেন। বাংলাদেশ সাবমেরিন কেবল কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মশিয়ুর রহমান, টেলিটক ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ সাহাব উদ্দিন-সহ অধীনস্থ সংস্থাসমূহের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

#

শেফায়েত/মাহমুদ/মোশারফ/রফিকুল/সেলিম/২০২০/২১৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১১৯

**কলকাতায় সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হলো বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী পালনের ক্ষণ গণনা**

কলকাতা (ভারত), ২৬ পৌষ (১০ জানুয়ারি) :

 বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশন কলকাতায় সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হলো জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী পালনের ক্ষণ গণনা।

কলকাতাস্থ বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশন আজ জাতীয় প্যারেড গ্রাউন্ডে বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসের প্রতীকী বিমান অবতরণের মাধ্যমে শুরু হওয়া জন্মশতবার্ষিকীর ক্ষণ গণনা অনুষ্ঠান অনুসরণের মাধ্যমে কার্যক্রম শুরু করে। উপ-হাইকমিশনের ‘বাংলাদেশ গ্যালারি’-তে মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে ‘মুজিববর্ষের ক্ষণ গণনা’ উদ্বোধন জাতীয় প্যারেড গ্রাউন্ড থেকে বিটিভি কর্তৃক সরাসরি সম্প্রচারিত অনুষ্ঠান উপস্থিত দর্শকরা উপভোগ করেন।

এরপর উপ-হাইকমিশনার তৌফিক হাসানের সভাপতিত্বে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীর ক্ষণ গণনা অনুষ্ঠানের কার্যক্রম শুরু হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী প্রেরিত বাণী পাঠ করেন উপ-হাইকমিশনের প্রথম সচিব (প্রেস) মোঃ মোফাকখারুল ইকবাল ও প্রথম সচিব (রাজনৈতিক) শামীমা ইয়াসমীন স্মৃতি। অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ সম্মাননা পদকপ্রাপ্ত তৎকালীন আকাশ বাণীর সংবাদকর্মী পঙ্কজ সাহা।

সভাপতির বক্তবে উপ-হাইকমিশনার তৌফিক হাসান বলেন, বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের দিবসটি বাংলাদেশের ইতিহাসে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ বঙ্গবন্ধুর স্বাধীন বাংলাদেশের ফিরে আসার মধ্যেই নিহিত ছিল স্বাধীনতার পরিপূর্ণতা।

#

মোফাকখারুল/মাহমুদ/মোশারফ/সেলিম/২০২০/২০৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১১৭

**ভিয়েতনামে বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবাসন দিবস এবং জন্মশতবার্ষিকীর ক্ষণ গণনা উদ্‌যাপন**

হ্যানয় (ভিয়েতনাম), ২৬ পৌষ (১০ জানুয়ারি) :

আজ ভিয়েতনামের হ্যানয়ে বাংলাদেশ দূতাবাসে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের ক্ষণ গণনার উদ্বোধন যথাযোগ্য মর্যাদায় ও উৎসাহ উদ্দীপনায় উদ্‌যাপন করা হয়।

এ উপলক্ষে রাষ্ট্রদূত সামিনা নাজ চ্যান্সারি ভবনে আনুষ্ঠানিকভাবে দিবসটির সূচনা করেন। দূতাবাসের কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং প্রবাসী বাংলাদেশিরা এ সময় উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশে প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের ক্ষণ গণনার উদ্বোধনের মুহুর্তে হ্যানয়স্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের কর্মকর্তা, কর্মচারীরা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। দিনটি উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রেরিত বাণী পাঠ করে শোনানো হয়। বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের শহিদ সদস্যগণ, শহিদ মুক্তিযোদ্ধা-সহ সকল শহিদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা এবং দেশের সমৃদ্ধি ও উন্নয়ন কামনা করে বিশেষ প্রার্থনা করা হয়।

রাষ্ট্রদূত দিবসটির তাৎপর্য তুলে ধরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসে বাংলাদেশের ইতিহাসে এ দিবসের তাৎপর্য এবং বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবিসংবাদিত নেতৃত্বের কথা সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করেন।

রাষ্ট্রদূত বলেন, জাতির পিতা ছিলেন মুক্তিযোদ্ধাদের প্রাণশক্তি। তাঁর অবিসংবাদিত নেতৃত্বে বাঙালি জাতি মরণ যুদ্ধ করে বিজয় ছিনিয়ে আনে। সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হলেও প্রকৃতপক্ষে জাতির পিতার স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের মধ্য দিয়েই বিজয়ের পূর্ণতা লাভ করে। বঙ্গবন্ধুর যোগ্য উত্তরসূরি তাঁর কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গত এক দশকে দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপ এবং ইতোমধ্যে যে অভাবনীয় সাফল্য অর্জিত হয়েছে, রাষ্ট্রদূত তাঁর বক্তব্যে আলোকপাত করেন। রাষ্ট্রদূত বলেন, আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বাংলাদেশ এখন বিশ্বে রোল মডেল। ২০২১ সালের আগেই বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হবে এ-আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠানে জাতির পিতার ঐতিহাসিক স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষে একটি প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শণীর আয়োজন করা হয়।

বাংলাদেশে প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের ক্ষণ গণনা মুহুর্তের সাথে একযোগে বাংলাদেশ দূতাবাস হ্যানয়ে মোমবাতি প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে উদ্‌যাপন করা হয়।

#

রেজা/মাহমুদ/মোশারফ/রফিকুল/সেলিম/২০২০/১৯০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১১৬

**ইসলামাবাদে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীর ক্ষণগণনা উদ্‌যাপিত**

ইসলামাবাদ (পাকিস্তান), ২৬ পৌষ (১০ জানুয়ারি) :

 ইসলামাবাদস্থ বাংলাদেশ হাইকমিশন আজ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের ক্ষণগণনার উদ্বোধন এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস যথাযোগ্য মর্যাদা ও ভাবগম্ভীর্যের সাথে পালন করেছে। এ উপলক্ষে হাইকমিশনের চান্সারি ভবনে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। হাইকমিশনের সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী ও অন্যান্য অতিথি এতে অংশ নেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন হাইকমিশনার ও হাইকমিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ। এ উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর প্রদত্ত বাণী পাঠ করা হয়।

 অনুষ্ঠানের আলোচনা পর্বে হাইকমিশনার তারিক আহসান হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক ঢাকায় বঙ্গবন্ধুর জন্ম শতবার্ষিকীর ক্ষণগণনার বর্ণাঢ্য উদ্বোধনের সাথে মিল রেখে ইসলামাবাদস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসও ক্ষণগণনার প্রতীকী উদ্বোধন করছে। তিনি আরো বলেন, বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবাসন দিবস থেকে ক্ষণগণনা শুরু করাটি ইসলামাবাদস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের জন্য বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ; কেননা মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের বিজয়ের পর সসম্মানে ইসলামাবাদ থেকেই বঙ্গবন্ধু স্বদেশের উদ্দেশে রওনা হন।

 এরপর জাতির পিতা ও মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের আত্মার মাগফেরাত এবং দেশ ও জাতির সমৃদ্ধি, অগ্রগতি ও কল্যাণ কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয় এবং জন্মশতবার্ষিকীর ক্ষণগণনা ও স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের উপর ভিত্তি করে নির্মিত একটি প্রামাণ্য ভিডিওচিত্র প্রদর্শন করা হয়।

#

শহীদুল/মাহমুদ/মোশারফ/সেলিম/২০২০/১৮৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১১৫

**বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ও মুজিববর্ষের ক্ষণগণনা উপলক্ষে নওগাঁয় বর্ণাঢ্য মোটর শোভাযাত্রা**

নওগাঁ, ২৬ পৌষ (১০ জানুয়ারি) :

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ও বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীর ক্ষণগণনা শুরু উপলক্ষে আজ সকালে নওগাঁয় বর্ণাঢ্য মোটর শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদারের নেতৃত্বে নওগাঁ জেলা আওয়ামী লীগ ও জেলা প্রশাসনের যৌথ আয়োজনে এ কর্মসূচি পালিত হয়।

সকাল ৭:৩০টায় শহরের এটিএম মাঠ থেকে মোটর শোভাযাত্রাটি বের হয়। দুই শতাধিক গাড়ি ও মোটর সাইকেল নিয়ে এ শোভাযাত্রায় নেতৃত্ব দেন নওগাঁ-১ আসনের সাংসদ ও খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার। এছাড়াও জেলা প্রশাসক হারুন-অর-রশীদ, পুলিশ সুপার আব্দুল মান্নান মিয়া, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক জিএম ফারুক হোসেন পাটোয়ারী-সহ প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা, আওয়ামী লীগের অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মী এবং মুক্তিযোদ্ধারা এ শোভাযাত্রায় অংশ নেন। শোভাযাত্রাটি নওগাঁ শহর থেকে প্রধান সড়ক ধরে বদলগাছী, পত্নীতলা, সাপাহার, পোরশা, নিয়ামতপুর ও মান্দা উপজেলা হয়ে প্রায় ২০০ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে পুনরায় নওগাঁ শহরে এসে শেষ হয়। শোভাযাত্রাটি যাওয়ার পথে আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গসংগঠনের স্থানীয় নেতাকর্মী, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষার্থী-সহ বিভিন্ন স্থরের মানুষ মোড়ে মোড়ে রাস্তার দু’পাশে দাঁড়িয়ে ফুল ছিটিয়ে অভ্যর্থনা জানায়।

শোভাযাত্রাটি যাওয়ার পথে খাদ্যমন্ত্রী নজিপুর পৌরসভার জিরোপয়েন্ট, সাপাহার উপজেলার সদর, পোরশার সারাইগাছী মোড় ও নিয়ামতপুর উপজেলা সদর-সহ বিভিন্ন পথসভায় বক্তব্য রাখেন।

বিকেলে ঢাকায় মুজিববর্ষের ক্ষণগণনার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ নওগাঁ শহরের মুক্তির মোড় অস্থায়ী মঞ্চে সরাসরি সম্প্রচার করা হয়। ঢাকায় মুজিববর্ষের ক্ষণগণনা শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে নওগাঁয় মুক্তির মোড়ে স্থাপিত ক্ষণগণনার ডিজিটাল ঘড়িটিও চালু করা হয়। পরে জেলা প্রশাসনের আয়োজনে মুক্তির মোড়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা প্রশাসকের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় খাদ্যমন্ত্রী প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, দেশের জন্য জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের যে ত্যাগ-তিতীক্ষা তা আজকের তরুণ প্রজন্মের অনেকেই সঠিকভাবে জানে না। বঙ্গবন্ধুকে বাদ দিয়ে বাংলাদেশের ইতিহাস রচনা করা যায় না। তাই তরুণ প্রজন্মকে বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে সঠিকভাবে জানতে এ আয়োজন করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে মুক্তিযোদ্ধা, বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী, রাজনৈতিক সংগঠনের নেতাকর্মী, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ এবং সর্বস্তরের জনগণ অংশগ্রহণ করেন।

#

সুমন/মাহমুদ/রফিকুল/সেলিম/২০২০/১৮২৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১০৬

**জনশুমারি ও গৃহগণনায় নিখুঁত তথ্য দিতে হবে**

 **-- পরিকল্পনা মন্ত্রী**

ঢাকা, ২৫ পৌষ (৯ জানুয়ারি) :

পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান বলেছেন, জনশুমারি ও গৃহগণনায় পূর্বের চেয়ে আরো নিখুঁত তথ্য জাতির সামনে তুলে ধরতে হবে। এখানে আপস চলবে না।

মন্ত্রী আজ ঢাকায় বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) এর সম্মেলন কক্ষে জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২১ বিষয়ক এক কর্মশালার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, গণনার কাজটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যারাই গণনার কাজ করবে তাদের কাজগুলো সঠিকভাবে মনিটরিং করতে হবে যাতে এই গণনার কাজে কেউ বাদ না পড়ে।

পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের সচিব সৌরেন্দ্র নাথ চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য দেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ড. আহমদ কায়কাউস এবং ইউএনএফপিএ'র প্রতিনিধি ড. আশা টেরকেলসন৷

উল্লেখ্য, ১৯৭৪ সালে স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম জনশুমারি অনুষ্ঠিত হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন ও দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতে দেশের ষষ্ঠ ‘জনশুমারি ও গৃহগণনা’র ক্ষণগণনা (কাউন্ট ডাউন) শুরু হবে আগামী ১৭ মার্চ। দেশব্যাপী জনশুমারির মূল গণনা ২০২১ সালের ২ জানুয়ারি থেকে শুরু হয়ে চলবে ৮ জানুয়ারি পর্যন্ত।

#

শাহেদ/মাহমুদ/মোশারফ/সেলিম/২০২০/১৮৫৫ ঘণ্টা

Handout Number : 93

**Prime Minister’s message on the occasion of countdown of celebration**

**of the birth centenary of Bangabandhu**

Dhaka, 9 January :

 Prime Minister Sheikh Hasina has given the following message on the occasion of countdown of celebration of the birth centenary of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman :

 "I extend my greetings to the countrymen on the occasion of launching of the Countdown Programme of the celebration of birth centenary of the greatest Bangalee of all times, Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. The countdown starts on 10 January-the homecoming day of the Father of the Nation. Through the grand inauguration of the birth centenary of Bangabandhu, the celebrations will commence on 17 March 2020.

 On this occasion, I pay my deep homage to the memory of the Father of the Nation. I also recall with profound respect the national four leaders, 3 million martyrs, 200 thousand oppressed women and the valiant freedom fighters, whose supreme sacrifice has brought us independence.

 Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman is the name of a courageous and fearless person. The Bangalis had struggled for ages to liberate themselves from the subjugation and oppression but failed. At last, Bangabandhu emerged as an apostle of freedom under whose leadership the Bangalis achieved independence by breaking the shackle of oppression.

 Bangabandhu was born for the wellbeing of the people and freedom of the Bangalies. He fought lifelong against the rulers for establishing the rights of the people and their freedom. He had to spend the best period of his life in the dark cell of the jail. He was even ready to sacrifice his life for the sake of the people. His lifelong aspiration was to acquire political independence along with economic emancipation of the people of the country. Despite achieving political freedom, the assassination of Bangabandhu along with his most of the family members by the defeated enemies of the Liberation War on 15 August 1975 stopped the path of achieving economic emancipation.

 Overcoming the various obstacles, we have been working to build a 'Golden Bangladesh' as Bangabandhu dreamt of. We have been taking practical plans and implementing those to turn Bangladesh into a middle income country by 2021 and a developed one by 2041. To meet the aspiration of the people, we will certainly achieve our goals, InshaAllah.

 We have declared 17 March 2020 to 17 March 2021 as 'Mujib Year' with a view to upholding the life and works of Bangabandhu to the people, especially to the next generation through this glorious celebration. In my consideration ' Bangabandhu' belongs to all. I hope that the celebration of the birth centenary will come to a success by projecting his life and works through different programmes and initiatives taken by all government, non-government offices, organizations, educational institutions as well as pro-liberation political parties and social-cultural organizations.

 On the occasion of the celebration of the birth centenary of Bangabandhu, I hope, the countdown watch and the display devices that will depict the life and works of Bangabandhu, will create huge enthusiasm among the people.

 I wish all out success of the programs taken on the occasion of countdown of celebration of the birth centenary of Bangabandhu.

 Joi Bangla, Joi Bangabandhu

May Bangladesh Live Forever."

#

Shakhawat/Parikshit/Zulfiar/Rezzakul/Asma/2020/1330 hours

Handout Number : 92

**President's message on the occasion of countdown of celebration**

**of the birth centenary of Bangabandhu**

Dhaka, 9 January :

 President Md. Abdul Hamid has given the following message on the occasion of countdown of celebration of the birth centenary of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman :

"10 January is the Homecoming Day of founder of our independence, Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. On this day in 1972, Father of the Nation returned to independent and sovereign Bangladesh after 9 months and 14 days of imprisonment in Mianwali Jail in Pakistan. Though we achieved ultimate victory on 16 December in 1971 through armed struggle but the true essence of victory came into being upon returning home of the Father of the Nation. This year birth centenary of the Father of the Nation will be observed throughout the country with due respect. The countdown of the birth anniversary of the Father of the Nation from January 10, 2020 bears great significance in this context.

On the occasion of countdown of the celebration of birth centenary of founder of our independence, Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman I extend my heartfelt thanks and best wishes to my fellow countrymen and all the Bangladeshis living abroad. At this auspicious moment I remember with profound respect and gratitude to the greatest Bengalee of all time, Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman at whose call the people from all rank and file joined liberation war. We got independence through nine months-long bloody-war which was fought under the able leadership and direction of Bangabandhu. The celebration of his birth centenary is a glorious event in our national life. I urge the countrymen to come forward to commemorate the birth centenary and the golden jubilee celebrations of our great independence in 2021.

With a view to celebrate the birth centenary throughout the year in home and abroad, the Government has declared March 17, 2020 to March 17, 2021 as 'Mujib Year'. This is an extraordinary opportunity for the nation to pay deep respect and gratitude to Bangabandhu. I believe that through the celebration of Mujib Year, the young generation will be able to know the life and works of Bangabandhu and being inspired by his ideals they will be able to contribute to build Golden Bangla.

I wish all out success of all the programmes taken on the birth anniversary of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman.

 Khoda Hafez, May Bangladesh Live Forever."

#

Azad/Parikshit/Zulfikar/Asma/2020/1330 hours

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৯১

**বঙ্গবন্ধু শেখ ‍মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের ক্ষণগণনা**

**উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ২৫ পৌষ (৯ জানুয়ারি) :

 প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ ‍মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের ক্ষণগণনা উপলক্ষে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন:

 “সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনের ক্ষণগণনা কর্মসূচির উদ্বোধন উপলক্ষে সবাইকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। ১০ জানুয়ারি জাতির পিতার স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের দিন হতে এই ক্ষণগণনা শুরু হবে। আর ১৭ মার্চ ২০২০ বর্ণাঢ্য উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে শুরু হবে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানমালা।

 এ উপলক্ষে আমি জাতির পিতার স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতা, মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহিদ, ২ লাখ নির্যাতিত মা-বোন এবং সকল বীর মুক্তিযোদ্ধাকে, যাঁদের অপরিসীম ত্যাগের বিনিময়ে আমরা অর্জন করেছি মহান স্বাধীনতা।

 বাঙালির জাতীয় ইতিহাসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এক সাহসী অগ্নিপুরুষের নাম। পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ বাঙালি জাতি যুগে যুগে স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছে, কিন্তু সফল হতে পারেনি। অবশেষে বিংশ শতাব্দির গোড়ার দিকে মুক্তির দূত হিসেবে জন্মগ্রহণ করেন বঙ্গবন্ধু। তাঁর নেতৃত্বেই বাঙালি জাতি শেষ পর্যন্ত পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙে স্বাধীনতা লাভ করে।

 বঙ্গবন্ধুর জন্ম হয়েছিল মানুষের কল্যাণের জন্য- বাঙালির মুক্তির জন্য। মানুষের অধিকার আদায় ও মুক্তির লক্ষ্যে শাসকদের বিরুদ্ধে তিনি আজীবন লড়াই করেছেন। তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় কেটেছে কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে। এমনকি জনগণের জন্য জীবন উৎসর্গ করতেও তিনি প্রস্তুত ছিলেন। তাঁর আজীবনের আরাধ্য ছিল রাজনৈতিক স্বাধীনতার পাশাপাশি দেশের মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি নিশ্চিত করা। কিন্তু রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জিত হলেও মুক্তিযুদ্ধের পরাজিত শক্তি ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট কালরাতে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করে অর্থনৈতিক মুক্তির পথ রুদ্ধ করে দেয়।

 অনেক বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে জনগণের রায়ে আমরা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের ‘সোনার বাংলাদেশ’ বিনির্মাণে নিরলস কাজ করে যাচ্ছি। আমরা ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করতে বাস্তবমুখী পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে যাচ্ছি। জনগণের আকাঙ্ক্ষা পূরণে আমরা কাঙ্খিত লক্ষ্যে উপনীত হবোই, ইনশাআল্লাহ।

 জাতির জন্য গৌরবময় এই উদ্‌যাপনে আপামর জনসাধারণ- বিশেষ করে আগামী প্রজন্মের কাছে বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্ম সম্পর্কে তুলে ধরতে আমরা ১৭ মার্চ ২০২০ থেকে ১৭ মার্চ ২০২১ সময়কে ‘মুজিববর্ষ’ ঘোষণা করেছি। আমি মনে করি, ‘বঙ্গবন্ধু’ সকলের। কাজেই সকলের কাছে তাঁর জীবন ও কর্ম সম্পর্কে তুলে ধরতে সরকারি-বেসরকারি সকল দপ্তর, সংস্থা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সকল দল ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল করে তুলবে -এ আমার প্রত্যাশা।

 বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনের ক্ষণগণনা উপলক্ষে সারাদেশে স্থাপিত ক্ষণগণনার ঘড়ি এবং বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্ম তুলে ধরতে স্থাপিত ডিসপ্লেগুলো জনসাধারণের মধ্যে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করবে বলে আমি আশা করি।

 আমি বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের ক্ষণগণনা উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

 জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

 বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

ইমরুল/পরীক্ষিৎ/জুলফিকার/শামীম/২০২০/১৪২৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৯০

**বঙ্গবন্ধু শেখ ‍মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের ক্ষণগণনা উপলক্ষে**

**রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ২৫ পৌষ (৯ জানুয়ারি) :

 রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ ‍মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের ক্ষণগণনা উপলক্ষে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“১০ জানুয়ারি বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস। দীর্ঘ ৯ মাস ১৪ দিন পাকিস্তানের মিয়ানওয়ালী কারাগারে বন্দিজীবন শেষে ১৯৭২ সালের এই দিনে জাতির পিতা স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হলেও প্রকৃতপক্ষে জাতির পিতার স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের মধ্য দিয়েই এ বিজয় পূর্ণতা লাভ করে। এ বছর জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হবে। এ প্রেক্ষাপটে ১০ জানুয়ারি ২০২০ থেকে জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকীর ক্ষণগণনা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে আমি মনে করি।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকীর ক্ষণগণনা কর্মসূচি উপলক্ষে আমি দেশবাসী ও প্রবাসে অবস্থানরত সকল বাংলাদেশীকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। এ শুভক্ষণে আমি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, যাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে এ দেশের আপামর জনসাধারণ মহান মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। বঙ্গবন্ধুর বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও দিক-নির্দেশনায় দীর্ঘ নয়মাসব্যাপী রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে অর্জিত হয় আমাদের মহান স্বাধীনতা। তাই তাঁর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন আমাদের জাতীয় জীবনে এক গৌরবময় অধ্যায়। জন্মশতবার্ষিকীর মাহেন্দ্রক্ষণকে স্মরণীয় রাখতে ও ২০২০ সালে আমাদের মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী যথাযথভাবে উদ্‌যাপনে এগিয়ে আসতে আমি দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

বছরজুড়ে দেশ-বিদেশে সাড়ম্বরে জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে ১৭ মার্চ ২০২০ হতে ১৭ মার্চ ২০২১ তারিখ পর্যন্ত সময়কে ‘মুজিববর্ষ’ ঘোষণা করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর প্রতি

আমি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের ক্ষণগণনা উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

 খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক”।

#

হাসান/পরীক্ষিৎ/জুলফিকার/রেজ্জাকুল/শামীম/২০২০/১৪৩৯ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৭৭

**উদ্বোধন করা হলো মুজিববর্ষ অ্যামেচার গলফ চ্যাম্পিয়নশিপ**

ঢাকা, ২৩ পৌষ (৭ জানুয়ারি) :

 কুর্মিটোলা গলফ ক্লাবে আজ প্রধান অতিথি হিসেবে মুজিববর্ষ অ্যামেচার গলফ চ্যাম্পিয়নশিপের উদ্বোধন করেছেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল।

 প্রধান অতিথির বক্তব্যে যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী বলেন, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ উদ্যাপন উপলক্ষে ক্রীড়াঙ্গনকে সাজানো হয়েছে নানা বর্ণিল কর্মসূচি দিয়ে। এ বছর আয়োজিত হবে প্রায় ১০০টি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট। এরই ধারাবাহিকতায় আজ শুরু হচ্ছে স্বাগতিক বাংলাদেশ-সহ ৮টি দেশ নিয়ে মুজিববর্ষ অ্যামেচার গলফ চ্যাম্পিয়নশিপ।

 বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে জাতীয় অ্যামেচার গলফ চ্যাম্পিয়নশিপকে মুজিববর্ষ হিসেবে নামকরণ করা হয়েছে।

 স্বাগতিক বাংলাদেশ-সহ আটটি দেশের ২০৫ জন গলফার অংশ নিচ্ছেন এই প্রতিযোগিতার। দেশগুলো হচ্ছে- আফগানিস্তান, ইরান, চীন, নেপাল, মালয়েশিয়া, শ্রীলঙ্কা ও ভুটান।

 বুধবার থেকে শুরু হওয়া এই টুর্নামেন্টের পর্দা নামবে ১১ জানুয়ারি।

#

আরিফ/নাইচ/রফিকুল/জয়নুল/২০২০/২১৫০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৭৬

**জয় বাংলা স্লোগানকে তরুণদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রীর আহ্বান**

ঢাকা, ২৩ পৌষ (৭ জানুয়ারি) :

 জয় বাংলা সেøাগানকে তরুণদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে মুক্তিযোদ্ধাদের মাঠ পর্যায়ে কাজ করতে আহ্বান জানিয়েছেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক। পাশাপাশি স্বাধীনতা বিরোধীদের কাছ থেকে দেশকে রক্ষা করতে মুক্তিযুদ্ধে স্বপক্ষের শক্তিকে সর্তক থাকারও আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

 মন্ত্রী আজ কুষ্টিয়ার কুমাখালী উপজেলার বাঁশশগ্রাম আলাউদ্দিন আহমেদ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের রজতজয়ন্তী উদ্যাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

 মন্ত্রী বলেন, মুক্তিযুদ্ধকালে জামায়াতে ইসলামি, রাজাকার, আলবদর ও আলশামস সদস্যরা পাকহানাদার বাহিনীর সাথে হাত মিলিয়ে এদেশের মুক্তিকামী মানুষকে নির্বিচারে হত্যা করেছে। তারা মা-বোনদের ওপর পাশবিক নির্যাতন চালিয়েছে। তাদের ভূমিকা পাঠ্যপুস্তকে লিপিবদ্ধ করতে হবে। তা না হলে মানুষ ইতিহাস ভুলে যাবে। ভুলে গেলে দেশপ্রেম থাকবে না।

 তিনি আরো বলেন, এ বছর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীতে সারাদেশে ১৪ হাজার অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের বাড়ি নির্মাণ করে দেওয়া হবে। প্রতিটি বাড়ি নির্মাণে ১৬ লাখ টাকা ব্যয় করা হবে।

 উল্লেখ্য এর আগে মন্ত্রী কুষ্টিয়া সদর উপজেলায় অবস্থিত বংশিতলা স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পস্তর্বক অর্পণ ও দুর্বাচারায় শহিদ মুক্তিযোদ্ধাদের কবরে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন ।

#

মারুফ/নাইচ/রফিকুল/জয়নুল/২০২০/২১৪০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৭৫

**টুঙ্গিপাড়ায় স্কুল মিল কার্যক্রম উদ্বোধন করলেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী**

টুঙ্গিপাড়া (গোপালগঞ্জ), ২৩ পৌষ (৭ জানুয়ারি) :

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাকির হোসেন আজ টুঙ্গিপাড়ায়  মুজিববর্ষ উপলক্ষে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে একদিন অন্তর রান্না করা খাবার ও উচ্চ পুষ্টিমান সমৃদ্ধ বিস্কুট সরবরাহ  স্কুল মিল কার্যক্রম উদ্বোধন করেন। ফলে দেশের ১৬টি উপজেলার ২ হাজার ১৬৬টি বিদ্যালয়ের ৪ লাখ ১০ হাজার ২৩৮ জন শিক্ষার্থীরা এ কার্যক্রমের আওতায় আসলো। আগামী ২০২০-২০২১ অর্থবছর থেকে পর্যায়ক্রমে দেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের স্কুল ফিডিং প্রকল্পের  আওতায় আনার লক্ষ্যে ডিপিপি প্রণয়নের কার্যক্রম শেষ পর্যায়ে রয়েছে।

    গোপালগঞ্জ জেলা প্রশাসক শাহিদা সুলতানার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ আকরাম- আল-হোসেন।

    প্রতিমন্ত্রী বলেন, দারিদ্র্যপীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং প্রকল্প ২০১০ সালে শুধু গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া ও কোটালীপাড়া উপজেলায় শুরু হয়। বর্তমানে ১০৪ টি উপজেলায় ২৮ লাখ ৭৫ হাজার শিক্ষার্থীর মাঝে প্রতি স্কুল দিবসে উপস্থিতির ভিত্তিতে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে দৈনিক ৭৫ গ্রাম  ফর্টিফাইড বিস্কুট কার্যক্রম চলমান আছে।

   প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, বিদ্যালয়ে ঝরে পড়া রোধ, শ্রেণি কক্ষে শিক্ষার্থীদের ধরে রাখা এবং শিক্ষার মান বাড়াতে দারিদ্র্যপীড়িত এলাকায় স্কুল মিল  কার্যক্রমটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

  এর আগে প্রতিমন্ত্রী টুঙ্গিপাড়ায় গিমাডাঙ্গা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বঙ্গবন্ধু বুক কর্নার উদ্বোধন করেন।

#

রবীন্দ্রনাথ/মাহমুদ/সঞ্জীব/সেলিম/২০২০/১৯৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৭১

**বঙ্গবন্ধু কৃষি পুরস্কার ট্রাস্টি বোর্ডের সভা অনুষ্ঠিত**

ঢাকা, ২৩ পৌষ (৭ জানুয়ারি) :

 কৃষি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ও অনুকরণীয় অবদানের জন্য রাষ্ট্রীয় সর্বোচ্চ সম্মাননা ‘বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার’ আগের ন্যায় ১৪২৪ বঙ্গাব্দের পুরস্কার দেয়া হবে। মোট ২শ’ ৮৫টি আবেদনের মধ্য হতে সর্বশেষ ৪০টি আবেদনের মধ্য হতে ৩২ জন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে নির্বাচন করা হয়েছে।

 কৃষিমন্ত্রী ও বঙ্গবন্ধু কৃষি পুরস্কার ট্রাস্ট্রি বোর্ডের চেয়ারম্যান ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাকের সভাপতিত্বে আজ ঢাকায় মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে বঙ্গবন্ধু কৃষি পুরস্কার ট্রাস্টি বোর্ডের ৫ম সভায় এসব তথ্য জানানো হয়।

 সরকার খাদ্য উৎপাদনের জন্য আধুনিক, উন্নত ও টেকসই প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও ব্যবহারকে শক্তিশালী করেছে। এছাড়া খাদ্য উৎপাদন খরচ হ্রাস করার জন্য সারের মূল্য একাধিকবার কমানো হয়েছে। কৃষি শতভাগ যান্ত্রিকীকরণ কাজ এগিয়ে চলছে। এর ফলে খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্জন করা-সহ ইতিমধ্যে রপ্তানিও করেছে বাংলাদেশ।

 অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন কৃষি সচিব মোঃ নাসিরুজ্জামান। অনুষ্ঠানে বোর্ডের সদস্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কমিটির সদস্য পরিবশে, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী মোঃ আশরাফ আলী খান খসরু, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিবৃন্দ এবং বঙ্গবন্ধু চেয়ার এর অধ্যাপক ড. আতিউর রহমান-সহ মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

#

গিয়াস/ফারহানা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/১৯১০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৫৮

**‘মুজিববর্ষ’ উদ্‌যাপন উপলক্ষে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের বছরব্যাপী কর্মসূচি**

ঢাকা, ২২ পৌষ (৬ জানুয়ারি) :

 জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ‘মুজিববর্ষ’ উদ্‌যাপন উপলক্ষে কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য এক আলোচনা সভা আজ ঢাকায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান এতে সভাপতিত্ব করেন।

 মন্ত্রী ‘মুজিববর্ষ’ এর সকল কর্মসূচি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য সকলের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করেন। তিনি বলেন, মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস, বঙ্গবন্ধুর অবদান যাতে সকলের নিকট তুলে ধরা যায় সে লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়কে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। সেই সাথে মন্ত্রণালয় এবং অধীনস্থ সংস্থার সকল কর্মকর্তার আন্তরিকতা সহযোগিতা-সহ সংস্থাগুলো যে কর্মসূচি গ্রহণে করে সেগুলো যাতে সারা দেশে যথাযথভাবে ও যথাযথ মর্যাদায় পালিত হয় তা নিশ্চিত করতে হবে। তিনি অধীনস্থ সংস্থার কর্মপরিকল্পনা দ্রুত প্রণয়ন করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্যও নির্দেশ প্রদান করেন।

 ‘মুজিববর্ষ’ উদ্‌যাপন উপলক্ষে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের বছরব্যাপী কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার মেসেজ, মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধু কর্নার তৈরি, সকল অনুষ্ঠান প্রচারের জন্য সেন্ট্রালি ডিসপ্লের ব্যবস্থা, লাইট এন্ড সাউন্ড শো এর মাধ্যমে পুরো মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস তুলে ধরা, বঙ্গবন্ধু জীবনী নিয়ে মন্ত্রণালয়ের প্রবেশ পথে বা প্রধান ফটকে ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড প্রদর্শন করা। এছাড়াও বঙ্গবন্ধুর ওপর রচনা, বক্তৃতা প্রতিযোগিতা, বঙ্গবন্ধুর পারিবারিক ও মুক্তিযুদ্ধের ছবি প্রদর্শনী, বঙ্গবন্ধু ডাকটিকিট ও মুদ্রা প্র্রদর্শনী, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক রচনা, কবিতা আবৃত্তি, দেশাত্মবোধক গান এবং চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে।

 অনুষ্ঠানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোঃ আনোয়ার হোসেন, মন্ত্রণালয়াধীন সংস্থা প্রধানগণ এবং প্রকল্প পরিচালকগণ উপস্থিত ছিলেন।

#

বিবেকানন্দ/মাহমুদ/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২০/১৮৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৯

**বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীর ক্ষণগণনা উদ্বোধন অনুষ্ঠানে**

**প্রবেশের জন্য দর্শকদের অনলাইন রেজিস্ট্রেশন শুরু**

ঢাকা, ২১ পৌষ (৫ জানুয়ারি) :

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীর ক্ষণগণনা কর্মসূচির উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সর্বসাধারণের উপস্থিতির সুযোগ প্রদানের লক্ষ্যে অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।

আজ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদ্যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি’র কার্যালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ ব্রিফিংয়ে গণমাধ্যমকে এ বিষয়ে অবহিত করা হয়।

প্রেস ব্রিফিংয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি’র সভাপতি অধ্যাপক মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি এবং শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরীর উপস্থিতিতে প্রধান সমন্বয়ক ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী গণমাধ্যমকে এ বিষয়ে বিস্তারিত অবহিত করেন।

প্রধান সমন্বয়ক উপস্থিত সাংবাদিকবৃন্দকে অবহিত করেন যে, বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীর ক্ষণগণনা কর্মসূচির উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে এ ঐতিহাসিক মূহুর্তের অংশীদার হতে অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। রেজিস্ট্রেশনের এই কার্যক্রম আগামীকাল ৬ জানুয়ারি বিকাল ৩টা হতে ৭ জানুয়ারি রাত ১২টা পর্যন্ত উন্মুক্ত থাকবে। আসন সংখ্যা খালি থাকা সাপেক্ষে সফলভাবে রেজিস্ট্রেশন সম্পন্নকারীগণ অনুষ্ঠানে প্রবেশের সুযোগ পাবেন। এ জন্য িি.িবাবহঃ.সঁলরন১০০.মড়া.নফ এই ওয়েবপেইজে সংযোজিত ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন ফরমে আবেদনকারীর নাম, জাতীয় পরিচয়পত্রের নম্বর, মোবাইল নম্বর, ইমেইল ঠিকানা যথাযথভাবে পূরণ করে রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করতে হবে।

উল্লেখ্য, আগামী ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসে তাঁর জন্মশতবার্ষিকীর ক্ষণগণনা কর্মসূচি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উদ্বোধন করবেন।

#

নাসরীন/ফারহানা/রফিকুল/রেজাউল/২০২০/১৯৪৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৫

**সরকারি হাসপাতালে বঙ্গবন্ধু কর্নার স্বাস্থ্য সহায়তা কেন্দ্র চালু করা হবে**

 **--স্বাস্থ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ২১ পৌষ (৫ জানুয়ারি) :

স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক বলেছেন, ‘বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীতে স্মরণীয় করে রাখতে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে দেশের গুরুত্বপূর্ণ সকল হাসপাতালে স্বাস্থ্য ও তথ্য সহায়তা নিশ্চিত করতে আলাদা করে একটি বঙ্গবন্ধু কর্নার নামে ‘হেলপ সেন্টার’ চালু করা হবে। এর পাশাপাশি দেশের সকল সরকারি ক্লিনিক, হাসপাতালে প্রায় ২০ হাজার গাছও লাগানো হবে।’

আজ সচিবালয়ে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত কর্মপরিকল্পনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী।

সভায় প্রাথমিকভাবে প্রতিটি সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে অন্তত একটি করে দীর্ঘজীবী গাছ রোপণ, পরিচ্ছন্ন হাসপাতাল কর্মসূচি গ্রহণ, প্রত্যেক হাসপতালে স্বাস্থ্য সহায়তার জন্য হেলপ ডেস্ক স্থাপন, ঢাকায় ৫টি বড় হাসপাতালে সমন্বিত জরুরি বিভাগ চালুকরণ এবং বিভাগীয় হাসপাতাল ও দেশের বৃহত্তর হাসপাতালগুলোর প্রতিটিতে কিডনি, ডায়ালাইসিস চালু করতে উদ্যোগের ব্যাপারে সভায় একাত্মতা ঘোষণা করা হয়। পাশাপাশি দেশের ৮টি বিভাগে শিশুদের জন্য বিনামূল্যে ইনস্যুলিন প্রদান করার ব্যাপারেও উদ্যোগ নেয়া হবে বলে সভায় জানানো হয়।

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সচিব মোঃ আসাদুল ইসলামের সভাপতিত্বে সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য শিক্ষা বিভাগের সচিব মোঃ আলী নূর, অতিরিক্ত সচিব সুপ্রিয় কুমার কুন্ডু, মোঃ হাবিবুর রহমান খান, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. আবুল কালাম আজাদ, স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. এ এইচ এম এনায়েত হোসেন-সহ স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।

#

মাইদুল/ফারহানা/রফিকুল/রেজাউল/২০২০/১৭৫২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১২

**মুজিববর্ষ উপলক্ষে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে ব্যাপক কর্মযজ্ঞ**

ঢাকা, ১৭ পৌষ (১ জানুয়ারি) :

 সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ বলেছেন, চলতি ২০২০ সালের ১৭ মার্চ হতে আগামী ২০২১ সালের ২৬ মার্চ পর্যন্ত সময়কাল জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী তথা মুজিববর্ষ হিসাবে পালিত হবে। মুজিববর্ষ শুরুর দিনক্ষণ গণনার জন্য আগামী ১০ জানুয়ারি থেকে কাউন্টডাউন শুরু করা হবে। আগামী ৭ মার্চ হতে ২৬ মার্চ ২০২০ পর্যন্ত একটানা ২০ দিন বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির আয়োজনে ৮০ ঘণ্টার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করা হবে। হাতিরঝিল এম্পিথিয়েটার ও সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের মুক্তমঞ্চে দু’টি ভেন্যুতে শিল্পের বিভিন্ন শাখা যথা- সংগীত, নৃত্য, নাটক, আবৃত্তি, চিত্রকলা, যাত্রাপালা প্রভৃতি বিষয়ে ৩৩২টি শো তথা পরিবেশনা থাকবে। তাছাড়া সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে মুজিববর্ষব্যাপী বিস্তারিত সাংস্কৃতিক আয়োজন থাকবে।

 প্রতিমন্ত্রী আজ রাজধানীর বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় চিত্রশালা মিলনায়তনে ছায়ালোক মিডিয়া স্টেশন আয়োজিত মিউজিক্যাল ফিল্ম সোনার বাংলার উদ্বোধনী প্রদর্শনী, জন্মশতবর্ষের অঙ্গীকার বঙ্গবন্ধুর আদর্শ বাস্তবায়ন ও প্রামাণ্য চলচ্চিত্রের ভূমিকা শীর্ষক আলোচনা সভা এবং গুণিজন সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন, যে কোনো জাতির সমস্যা-সংকটে সঠিক পথ দেখিয়ে এগিয়ে নিয়ে যান সংস্কৃতিকর্মীরা। বাংলাদেশের মহান ভাষা আন্দোলন, মহান মুক্তিযুদ্ধ, স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন-সহ বিভিন্ন আন্দোলন-সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়ে সর্বাগ্রে এগিয়ে এসেছে এ দেশের শিল্পীসমাজ ও সংস্কৃতিকর্মীরা। তিনি আরো বলেন, শিল্পী ও সংস্কৃতিকর্মীদের পক্ষ হতে বিশিষ্ট শিল্পী ও সংস্কৃতিজনদের তথা ক্যালচারালি ইম্পরটেন্ট পারসন (সিআইপি) হিসাবে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতির যে দাবিটি এসেছে সে বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

#

ফয়সল/নাইচ/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/২১৪০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ০৭

**শ্রম ভবনে ‘বঙ্গবন্ধু কর্নার’ উদ্বোধন**

ঢাকা, ১৭ পৌষ (১ জানুয়ারি) :

মুজিব বর্ষকে সামনে রেখে শ্রম ভবনে বঙ্গবন্ধু চর্চায় “বঙ্গবন্ধু কর্নার” উদ্বোধন করলেন শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান।

প্রতিমন্ত্রী আজ রাজধানীর বিজয় নগরে শ্রম ভবনে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরে প্রধান অতিথি হিসেবে এ কর্নার উদ্বোধন করেন। বঙ্গবন্ধু কর্নারে জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন, কর্ম ও আদর্শের ওপর শতাধিক বই, ডকুমেন্টারি, ভিডিও-সহ বিভিন্ন বিষয়ের আড়াই হাজার বইয়ের বিরাট সংগ্রহশালা তৈরি করা হয়েছে।

উদ্বোধনকালে শ্রম প্রতিমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধুর ওপর লিখিত বইগুলো পড়ে বঙ্গবন্ধুকে ভালভাবে জানা এবং তাঁর কর্ম ও জীবনাদর্শ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারা যাবে। বর্তমান সরকার ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। বঙ্গবন্ধুর চেতনা বুকে ধারণ করে বঙ্গবন্ধুকে চর্চার মাধ্যমে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকার ২০৪১ সালের উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ এবং ব-দ্বীপ পরিকল্পনা অনুযায়ী আগামী প্রজন্মের জন্য ২১০০ সালে বিশ্বের এক নম্বর উন্নত দেশ গড়তে চায়।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ২০২৫ সালের মধ্যে সকল প্রকার শিশুশ্রম নিরসনে কাজ করছে সরকার। ২০৩০ সালের মধ্যে দেশে কোন প্রকার শিশুশ্রম থাকবে না। সকল শ্রমিকের জন্য নিরাপদ ও শোভন কর্মক্ষেত্রর নিশ্চিত করা হবে।

অনুষ্ঠানে প্রতিমন্ত্রী ফিতা কেটে বঙ্গবন্ধু কর্নার উদ্বোধন করেন এবং মুজিব বর্ষ উদ্‌যাপনের প্রস্তুতির অংশ হিসেবে কেক কাটেন।

অনুষ্ঠানে মন্ত্রণালয়ের সচিব কে এম আলী আজম, অতিরিক্ত সচিব মোল্লা জালাল উদ্দিন, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক মোঃ জয়নাল আবেদীন, শ্রমিক লীগের সভাপতি ফজলুল হক মন্টু, শ্রমিক নেতা আব্দুস সালাম খান-সহ অধীনস্থ অধিদপ্তরসমূহের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন ।

#

আকতারুল/মাহমুদ/রফিকুল/সেলিম/২০২০/১৭৫৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ০১

**বিদেশে মুজিববর্ষ পালনের নির্দেশনা পররাষ্ট্রমন্ত্রীর**

ঢাকা, ১৭ পৌষ (১ জানুয়ারি) :

 পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন গতকাল বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের মিশনপ্রধানদের কাছে লেখা এক পত্রে স্বাগতিক দেশের সরকার, সুশীলসমাজ এবং প্রবাসী বাংলাদেশিদের অংশগ্রহণে বিদেশে মুজিববর্ষ পালনের নির্দেশনা দিয়েছেন।

 ড. মোমেন বলেন, মুজিববর্ষ পালন আমাদের জন্য শুধু আনুষ্ঠানিকতা নয়, বরং এটি আমাদের জাতীয় পরিচয়,  বাঙালি জাতি এবং বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একক ভূমিকার প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন।

 সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশের অভাবনীয় সাফল্য আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে তুলে ধরার একটি বিরাট সুযোগ করে দিয়েছে মুজিববর্ষ, উল্লেখ করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী। বিশ্বের সকল দেশেরসরকার, ব্যবসায়ীমহল, সুশীলসমাজ এবং জনগণের কাছে বাংলাদেশের সাফল্যসমূহ তুলে ধরার মাধ্যমে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি সমুন্নত রাখতে আরো সক্রিয় ভূমিকা রাখতে বাংলাদেশের বৈদেশিক মিশনসমূহকে নির্দেশনা দেন তিনি।

 ড. মোমেন উল্লেখ করেন, চলতি বছরে আমাদের প্রবৃদ্ধি ৮ দশমিক ১৫ শতাংশ এবং অচিরেই বাংলাদেশের গড় প্রবৃদ্ধি ১০ শতাংশের কোটা স্পর্শ করবে। গতদশকে বাংলাদেশের জিডিপি ১৮৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, মাথাপিছু আয় বেড়েছে সাড়ে তিনগুণ এবং বর্তমানে তা প্রায় ২ হাজার মার্কিন ডলার। বর্তমানে আমাদের জিডিপি ৩০২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা ২০০৯ সালে ছিলো ১০২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। রপ্তানি আয় প্রায় তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়ে আজ ৪০ দশমিক ৫৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের ঊর্ধ্বে। গত দেড়দশকে বিনিয়োগ-জিডিপির শতকরা হার ২৬ শতাংশ থেকে বেড়ে ৩১ দশমিক ৫ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। একই সময়ে বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ ৫ গুণ বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে প্রায় ৭১ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমতুল্য হয়েছে।

#

তৌহিদুল/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/জুলফিকার/শামীম/২০২০/১৫৪৮ ঘণ্টা